আজকের কাগজ

তারিখ 18 SEP 1994
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৬

11

শিক্ষাঙ্গন

পলিটেকনিকে দু'শিফট চালু করে উচ্চ শিক্ষায় ভর্তি সংকট কমানো যায়

২০টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শিক্ষকরা ধর্মঘট করছে। লাগতার এ কর্মবিরতির ফলে কারিগরি শিক্ষায় দেখা দিয়েছে চরম সংকট। দেশের ২ লাখ এসএসসি উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী এবার পরবর্তী শিক্ষাস্তরে ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। পলিটেকনিক শিক্ষকরা এই জাতীয় সমস্যার আংশিক সুরাহা হিসেবে পলিটেকনিক ও মনোটেকনিকগুলোতে দু'শিফট চালুর প্রস্তাব দেন। এটা হল তাদের ৯ দফা দাবি'র প্রথমটি। একই সঙ্গে চাকরি কাঠামো পুনর্বিন্যাসকরণসহ পেশাগত মর্যাদা রক্ষার সংগ্রামে নেমেছেন তারা। শিক্ষামন্ত্রী দাবির যৌক্তিকতা স্বীকার করেও কালক্ষেপণের মাধ্যমে শিক্ষকদের ধর্মঘটের দিকে ঠেলে দেন। এখন ভিন্ন যুক্তিতে অর্থ মন্ত্রণালয় ও তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ এ প্রসঙ্গে আজকের প্রতিবেদন।

আলতাফ পারভেজ

৩ সেপ্টেম্বর থেকে পলিটেকনিক শিক্ষকরা অবিরাম ধর্মঘট করছেন। শিক্ষামন্ত্রী এবং তার মন্ত্রণালয় নীরব, নিশ্চুপ। শিক্ষার্থী ও শিক্ষামন্ত্রীকে সহায়তা করতে চেয়েছিলেন পলিটেকনিক শিক্ষকরা। তাদের প্রধান দাবি ও প্রস্তাব হচ্ছে- দেশের পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট সমূহে দ্বিতীয় শিফট চালু করা। কারিগরি ও কর্মমুখী শিক্ষা সম্প্রসারণের পাশাপাশি ভর্তির সুযোগ বঞ্চিত এসএসসি উত্তীর্ণরা এ ধরনের উদ্যোগ থেকে সবচেয়ে বেশি লাভবান হতো। এ বছর এসএসসি উত্তীর্ণ প্রায় দু'লাখ তরুণ উচ্চ শ্রেণীতে ভর্তি সুযোগ পাবে না। এরকম একটি দুঃখজনক বাস্তবতায় শিক্ষকদের দাবিটি ছিল সময় উপযোগী।

দেশে বর্তমানে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট রয়েছে ২০টি। মনোটেকনিক ইনস্টিটিউট আছে ৩টি। ছোট আকারের একটি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট গড়তেও ২০/২৫ কোটি টাকা প্রয়োজন। ফলে নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে কারিগরি শিক্ষার সম্প্রসারণ ঘটানো সরকারের পক্ষে এক ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার। পলিটেকনিক শিক্ষক সমিতি বলছে, বর্তমান ভৌত অবকাঠামো বজায় রেখেই দেশে দিগুণ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনীয়ার তৈরি করা সম্ভব। বিনিয়োগ দরকার হবে সামান্য।

ইন্দোনেশিয়ায় ৫০ শতাংশ এবং জাপানে ৪০ শতাংশ মানুষ কারিগরী শিক্ষায় শিক্ষিত। একই পথ ধরে পাকিস্তান ইতোমধ্যে তার ৬০টি পলিটেকনিকে ডবল শিফট চালু করেছে। এসব দক্ষ জনশক্তি বিদেশী পাঠিয়ে পাওয়া বিদেশি মুদ্রাই এখন পাকিস্তানের অর্থনীতির প্রধান ভরসা। পলিটেকনিক-মনোটেকনিক মিলিয়ে বাংলাদেশে বছরে মাঝারি প্রকৌশলী বের হচ্ছে প্রায় ৫ হাজার।

২০ টি পলিটেকনিকে সাড়ে চার হাজার ডিপ্লোমা প্রকৌশলী তৈরিতে সরকারের বাৎসরিক বিনিয়োগ ১৫ কোটি টাকা। প্রতি জনের পেছনে খরচ হচ্ছে ৩ লাখ ৮০ হাজার টাকার মত। অথচ দ্বিতীয় শিফট চালু হলে মাত্র ২০/২৫ হাজার টাকা বিনিয়োগ করেই জাতি এক এক জন ডিপ্লোমা প্রকৌশলী পেতে পারতো।

এসব যুক্তি তুলে ধরার পাশাপাশি পলিটেকনিক শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মোঃ শামসুর রহমান আজকের কাগজকে আরো জানান, মূলত টাকার অভাবের কথা বলে অর্থ মন্ত্রণালয় দ্বিতীয় শিফট চালুর প্রস্তাব বাস্তবায়নে অনীহা দেখাচ্ছে। যদিও দ্বিতীয় শিফট কার্যকর হলে প্রথম বছর ২০ টি পলিটেকনিকে বাড়তি বরাদ্দ প্রয়োজন হতো মাত্র দেড় কোটি টাকা। পরবর্তী বছরগুলোতে এ বরাদ্দের অংক গড়ে তিন কোটির নিচে সীমিত রাখা সম্ভব। অর্থাৎ বর্তমানে সাড়ে চার হাজার ডিপ্লোমা প্রকৌশলী পেতে সরকারকে ব্যয় করতে হচ্ছে তিন বছরে প্রায় ৪৫ কোটি টাকা। দ্বিতীয় শিফট চালু করা হলে তিন বছরে অতিরিক্ত ৮/৯ কোটি টাকায় একই সংখ্যক বাড়তি প্রকৌশলী পাওয়া সম্ভব। পাশাপাশি তিন বছরের তিন সেশনে ১৩/১৪ হাজার এসএসসি উত্তীর্ণের উচ্চ শিক্ষা ও ভবিষ্যতের স্বপ্নও টিকিয়ে রাখা যেত। দেশের বেকারত্বের বাস্তবতা থেকেও আলোচ্য প্রসঙ্গটি অধিক মনযোগ দাবি করে। একমাত্র পলিটেকনিক গ্রাজুয়েটদের মধ্যেই এমূহূর্তে বেকারত্বের হার সবচাইতে কম। সম্ভবত পাঁচ শতাংশেরও নীচে।

দেশের পলিটেকনিক সমূহে বর্তমানে কোটি কোটি টাকার যন্ত্রপাতি সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত মাত্র ৬ ঘন্টা ব্যবহৃত হবার পর বাকি ১৮ ঘন্টাই নির্জীব হয়ে পড়ে থাকে। এই রাষ্ট্রীয় সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার সম্ভব দু'শিফট চালুর মাধ্যমে। এ প্রসঙ্গে শিক্ষক সমিতির শামসুর রহমান বলেন, আমরা বর্তমান স্টাফরাই প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত সময় কাজ করতে প্রস্তুত ছিলাম। সরকার ইচ্ছা করলে নতুন স্টাফও নিয়োগ দিতে পারে। কিন্তু প্রস্তাবটির বাস্তবায়ন প্রয়োজন। এক সময় আমরা নিজেরাই উদ্যোগ নিয়ে পলিটেকনিক থেকে সেশন জট দূর করেছি। সে ইতিবাচক দৃষ্টিকোন থেকেই বর্তমান প্রস্তাব। যার যৌক্তিকতা শিক্ষা সচিব, শিক্ষামন্ত্রী ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ড থেকে উচ্চপ্রশংসিত হওয়া সত্ত্বেও বাস্তায়নের শুভ লগ্নে সরকারি উদাসীনতার স্বীকার।

পলিটেকনির্ক শিক্ষকদের বর্তমান ধর্মঘটের সঙ্গে পেশাগত কিছু সমস্যার সুরাহার প্রশ্নটিও জড়িত। চাকরি কাঠামো পুনর্বিন্যাসের জন্যে ১৯৯২ সালে গঠিত সরকারি কমিটির সুপারিশের বাস্তবায়ন চান তারা। এই সুপারিশকে কাজে অনুবাদ না করেই জনৈক দুর্নীতিবাজ 'জাতীয়তাবাদী' পলিটেকনিক শিক্ষকের দালালীকে পুঁজি করে শিক্ষামন্ত্রী কর্তৃক গত ২৪ আগস্ট আরেকটি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্তে ইনস্টিটিউটগুলোতে উত্তেজনা এখন চরমে।

পলিটেকনিক শিক্ষকদের বর্তমান চাকরি কাঠামো প্রায় ৪০ বছরের পুরনো। একে সময় উপযোগী করা জরুরি। যে বিশেষ যুক্তিতে সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের সদস্যরা সিনিয়র স্কেল পরীক্ষায় থেকে অব্যাহতি পাচ্ছেন তদ্রুপ যুক্তিতেই কারিগরি শিক্ষকরা একই দাবি করছেন।